Islami Ain O Bichar
Vol. 19, Issue: 73
January-March. 2023

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2022-10-24
Published: 2023-05-02

DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v19i73.229

The Provision of Wastage in the Light of Conventional and Islamic Law : Bangladesh Perspective

Zaved Ahmad*

Abstract

Wealth is an essential element in human life. It is a natural human instinct to earn and spend wealth. But sometimes this expenditure turns into wastage. Wastage is not only confined to the life of the individual but also takes place in society, state and overall global economic life. As the level of wastage has increased in modern times more than any other period, so has the multifaceted field of wastage. This article has critically elucidated the harmful effects of wastage in the light of conventional and Islamic law. In accomplishing it's purpose, the article has explored descriptive and comparative method of research. The article shows that by following the guidelines of Islamic law as well as respecting conventional law, it is possible to prevent wastage completely.

Keywords : Wealth; Waste; Islamic Law; Conventional Law; Penal Code.

প্রচলিত ও ইসলামী আইনের আলোকে অপচয়ের বিধান : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ

মানুষের সামগ্রিক জীবনে অর্থ–সম্পদ অপরিহার্য উপাদান। সম্পদ উপার্জন করা ও ব্যয় করা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তবে অনেকসময় এই ব্যয় অপচয়ে রূপ নেয়। অপচয় শুধু ব্যক্তির জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং সমাজ, রাষ্ট্র ও সামগ্রিক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক জীবনেও অপচয়ের নজীর পাওয়া যায়। অন্যান্য যেকোন সময়ের চেয়ে আধুনিক সময়ে অপচয়ের মাত্রা যেমন বেড়েছে তেমনি অপচয়ের বহুমূখী ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রচলিত ও ইসলামী আইনের আলোকে অপচয়ের ক্ষতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি সাধারণ বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণসহ উপস্থাপিত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামী আইনের নির্দেশনা অনুসরণ করার পাশাপাশি প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে সম্পূর্ণরূপে অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে।

মূলশব্দ : সম্পদ; অপব্যয়; ইসলামী আইন; প্রচলিত আইন; দণ্ডবিধি।

* Dr. Zaved ahmad is a Assistant profesor and Head of Department, Department of Arabic, Islami Arabic University. E-mail: dr.zaved.iau@gmail.com

ভূমিকা

পার্থিব জীবন নির্বাহের জন্য অর্থ-সম্পত্তির কোনো বিকল্প নেই। তাই প্রত্যেক সুস্থ ও বিবেকবান ব্যক্তির নিকট অর্থ-সম্পত্তি অর্জনের গুরুত্ব অন্য যে-কোনো কিছু অর্জনের চেয়ে স্বাভাবিকভাবেই সর্বাধিক। সহায়-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আবহমান কাল থেকেই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমানভাবে সকলের নিকট সমাদৃত। সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে শতভাগ বৈধ পন্থা অবলম্বনের প্রতি ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে। সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতার পথ ইসলামে রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর দরুন ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সব সময় ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়। সমাজে অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ মানুষ অর্থ-সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে যতটা সাবধানী ও অনুভূতিশীল থাকে, অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে তারা ততটা সজাগ ও সংবেদনশীল থাকে না। এর অনিবার্য পরিণামে তারা অপচয়-অপব্যয়ে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে অনেককে নিঃস্ব হতেও দেখা গেছে। অপচয় রোধে সর্বপ্রথম দরকার নৈতিক মানদণ্ডের উপর গড়ে ওঠা আত্ম-সচেতনতা। এ ব্যাপারে ইসলামের বাণী ও বিধিবদ্ধ আইন আমাদের উজ্জ্বল পথ দেখায়। পবিত্র কুরআনে অপচয়কারীদের 'শয়তানের ভাই' হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে (Al Qurān, 17:27)। এছাড়া পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অনেক বাণীতে অপচয়ের নিন্দা করে তা থেকে বিরত থাকার জন্য তাঁর উম্মাহকে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة

তোমরা পানাহার কর, দান-সদকা কর এবং (ভাল) জামা-কাপড় পরো যতক্ষণ না তাতে অপচয় ও অহংকার মিশ্রিত না হয়। (Ibn Mājah 2003, 3605)

এমনকি আল্লাহর রাসূল ﷺ ওযুতে বিনা প্রয়োজনে অতিরিক্ত পানি ব্যবহারের অপচয় থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ একবার সাদ-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সাদ রা. তখন ওযু করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, 'এ অপচয় কেন সাদ?' সাদ রা. এতে আশ্চর্য বোধ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ওযুতেও কি অপচয় আছে?' উত্তরে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন,

نعم وإن كنت على نهر جار

হ্যাঁ'। যদিও তুমি প্রবহমান কোনো নদীতে থাকো (Ibn Mājah 2003, 425)

অপচয়ের সর্বগ্রাসী ক্ষতির কথা বিবেচনা করে প্রচলিত আইনেও একে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষ অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে জরুরী পণ্যে অপচয় রোধকল্পে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, জ্বালানি-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য ব্যবহারে পরিমিত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রচলিত ও ইসলামী আইনের ভিত্তিতে কিভাবে এই মহামারীর মত ছড়িয়ে

পড়া ভয়ংকর স্বভাব দূর করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইন ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের অপচয় বহুলাংশে রোধ করে নৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

অপচয় এর পরিচয় বা সংজ্ঞা

অপচয়ের শাব্দিক অর্থ নির্ণয়ে অভিধানে বলা হয়েছে : অপচয়–বি. ক্ষতি; অপব্যয় (শক্তির বা অর্থের অপচয়); ক্ষয়; হ্রাস। এর ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা হয়েছে এভাবে [সং. অপ+$\sqrt{চ}$ +অ (ভা)] (Biswas 2000, 26)।

ব্যবহারিক বা পারিভাষিক অর্থে অপচয়ের সংজ্ঞা ক্ষেত্র-পাত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে মৌলিক শব্দগত অর্থ সবক্ষেত্রেই বিদ্যমান অর্থাৎ অপব্যয় বা ক্ষতিকর ব্যয়।

ব্যক্তিগত জীবনে অপ্রয়োজনীয় ব্যয়কেই অপচয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় বা সরকারি ব্যয় কয়েক রকমের হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আকবর আলী খান বলেন–

অপচয়ের উদাহরণ দেওয়া যত সহজ, তার সংজ্ঞা নির্ধারণ তত সহজ নয়। ইংরেজি ভাষায় অপচয়ের সমার্থবোধক শব্দ হলো waste। এই শব্দটির উৎপত্তি হলো ল্যাটিন শব্দ wastus থেকে, যার শাব্দিক অর্থ হলো জমি পতিত ফেলে রাখা বা কর্ষণ না করা। বাংলা অপচয় শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এর খুবই কাছাকাছি। সুকুমার সেন (2003, 7) জানাচ্ছেন, অপচয় শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো মূল্যবান দ্রব্য রক্ষা না করা। স্পষ্টতই, মূল্যবান সম্পদের যথাযথ ব্যবহারে ব্যর্থতা (জমি পতিত ফেলে রাখার মতো) অপচয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে ব্যর্থতাই হচ্ছে অপচয়।

সবার কাছে গ্রহণযোগ্য সরকারি অপচয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। নিম্নলিখিত তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে অপচয়ের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যেতে পারে : আইনগত, অর্থনৈতিক, নৈতিক

আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে অপচয় : আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে অপচয়ের দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত, সরকারি ব্যয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আছে কি না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারি অর্থ ব্যয় করতে হলে সংসদের অনুমোদন লাগে। এই অনুমোদন ছাড়া যেকোনো সরকারি ব্যয় অপচয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯-এর ২(৪) ধারায় অপচয়ের নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে : 'অপচয় অর্থ বার্ষিক বাজেটে যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে সে উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় বা ব্যবহার না করিয়া অন্য কোনো

উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় বা ব্যবহার করা। দ্বিতীয়ত, সরকারের ব্যয় ও ক্রয়সংক্রান্ত যেসব বিধিবিধান রয়েছে তা অগ্রাহ্য করে যেকোনো ব্যয় করলে তা অপচয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপচয় : অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেখানে ব্যয়ের পরিমাণ উপকারের আর্থিক পরিমাপের চেয়ে বেশি, সেখানে অর্থের অপচয় ঘটে।

নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপচয় : অপচয়ের অর্থনৈতিক সংজ্ঞা অপ্রয়োজনীয় কাজে সম্পদ বরাদ্দ চিহ্নিত করে। অপচয়ের আইনি সংজ্ঞায় অননুমোদিত ব্যয় বন্ধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু ব্যয় বরাদ্দ আইনগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য হলেও বাস্তবায়নের ব্যর্থতার ফলে অপচয় ঘটতে পারে। ম্যাককিনসি তাই অপচয়ের নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, 'the unnecessary costs that result from inefficient or ineffective practices, systems or controls.' (অযোগ্য অথবা অকার্যকর রীতিনীতি, ব্যবস্থা অথবা নিয়ন্ত্রণের ফলে অপ্রয়োজনীয় ব্যয়)। অপচয়ের সংজ্ঞা বর্ণনার শেষে তিনি বলেন, ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, অপচয় একটি বহুমাত্রিক ধারণা। এর তিনটি প্রধান মাত্রার কোনোটিই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। যদি আইনি অপচয় ঘটতে থাকে, তবে আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। যদি অর্থনৈতিক অপচয় রোধ না করা যায়, তবে সীমিত সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে না। যদি সম্পদ ব্যবহারকারী সরকারি কর্মকর্তাদের নৈতিক আচরণে ঘাটতি থাকে, তবে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে, যার ফলে সম্পদের অপব্যবহার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিরোধ করা যাবে না। অপচয়ের তাই কোনো সহজ সংজ্ঞা নির্ধারণ সম্ভব নয়। যখনই অপচয় দেখা যায় তা রোধ করতে হবে। স্ট্যানবেরি ও টমসন। (১৯৯৫) তাই যথার্থই বলেছেন, অপচয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণই হচ্ছে অপচয় হ্রাসের প্রথম পদক্ষেপ (Khan 2016, 170-78)।

ইসলামী পরিভাষায় অপচয় বোঝাতে 'ইসরাফ' (إسراف) ও 'তাবযীর' (تَبْذِيْر) শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়। নিম্নে এদের পরিচয় উল্লেখ করা হলো—

(১) إِسْرَاف -এর আভিধানিক অর্থ : إِسْرَاف শব্দের অর্থ হলো– সীমালংঘন, অপচয়, অমিতব্যয়, বাড়াবাড়ি, মাত্রাতিরিক্ততা, অপরিমিতি ইত্যাদি (Rahman 2012, 96)।

আল-মুনজিদ প্রণেতা إِسْرَاف আভিধানিক অর্থ নির্ণয়ে বলেন—

أَسْرَفَ : اَلْمَالَ : بَذَّره .... جَاوَزَ الْحَدَّ وَأَفْرَطَ فِيْهِ.

أَسْرَفَ: (সম্পদের) অপব্যবহার করল। ...সীমালঙ্ঘন করল এবং তাতে অতিরঞ্জিত ও বাড়াবাড়ি করল (Ma'lūf 1382H, 331)।

এ প্রসঙ্গে তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে—

وَالْإِسْرَافُ فِي اللُّغَةِ : اَلْإِفْرَاطُ وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ.

অর্থাৎ আভিধানিকভাবে إِسْرَاف-এর অর্থ হলো বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন। (Al Qurṭubī 2006, 6/70)

(২) إِسْرَاف-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : إِسْرَاف-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বেশ কয়েকটি বক্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হলো—

১. বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জুরজানী (৭৪০-৮১৬ হি.) 'ইসরাফ'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে—

اَلْإِسْرَافُ هُوَ إِنْفَاقُ الْمَالِ الْكَثِيْرِ فِي الْغَرَضِ الْخَسِيْسِ وَتَجَاوُزُ الْحَدِّ فِي النَّفَقَةِ، وَقِيْلَ : أَنْ يَّأْكُلَ الرَّجُلُ مَا لَا يَحِلُّ لَه، أَوْ يَأْكُلَ مِمَّا يَحِلُّ لَه& فَوْقَ الْاِعْتِدَالِ، وَمِقْدَارَ الْحَاجَةِ.

অর্থাৎ, কোনো হীন উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করাকে ইসরাফ বলা হয়। অনেকের মতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এমন বস্তু আহার করা, যা তার জন্য হালাল নয়। অথবা তার জন্য এমন বস্তু আহার করা, যা হালাল বটে কিন্তু তা ভারসাম্যপূর্ণ মাত্রার চেয়ে বেশি হয় কিংবা প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে অধিক বলে বিবেচিত হয় (Al-Jurjānī 1405H, 38) ।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَلَا تَأْكُلُوْهَا إِسْرَافًا وَّبِدَارًا أَنْ يَّكْبَرُوْا﴾

অর্থ: তারা বড় হয়ে যাবে বলে অপচয় করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না (Al-Qurān, 4:6)।

২. আব্দুর রহমান আন- নাজদী উল্লেখ করেন,

اَلْإِسْرَافُ صَرْفُ الشَّيْءِ فِيْمَا يَنْبَغِيْ زَائِدًا عَلٰى مَا يَنْبَغِيْ.

অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত ব্যয়কেই 'ইসরাফ' বলা হয় (Al Najdī 1398H, 5/188)।

উল্লেখ্য যে, অপচয়ের ক্ষেত্রে যেমন إِسْرَاف শব্দ ব্যবহার হয়, তেমন এর জন্য تَبْذِيْر শব্দও ব্যবহার হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে—

﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ﴾

'এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না, যারা অপব্যয় করে তারা তো শয়তানের ভাই' (Al-Qurān, 17: 26-27)।

(৩) تَبْذِيْر -এর আভিধানিক অর্থ : تَبْذِيْر শব্দের অর্থ হলো– অপব্যয়, অপচয়, বাজে খরচ, অমিতব্যয় ইত্যাদি (Fazlur Rahman 2012, 246)।

আল মুনজিদ অভিধানে তাবযীর-এর আভিধানিক অর্থ বর্ণনায় লেখা হয়েছে— بَذَّرَ : اَلْمَالَ : فَرَّقَه إِسْرَافًا، وَبَدَّدَه. সে অপচয় করেছে : অর্থাৎ সে অপচয়ের মাধ্যমে সম্পদ নষ্ট করেছে এবং তা অপকাজে ব্যয় করেছে। (Ma'lūf 1382H, 30)

(৪) تَبْذِيْر -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : تَبْذِيْر-এর সংজ্ঞায় আলেমগণের অনেকগুলো অভিমত পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হলো—

১. ফকীহগণ 'তাবযীর'-কে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে—

عَدَمُ إِحْسَانِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ وَصَرْفُه فِيْمَا لَا يَنْبَغِيْ.

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার না করা এবং তা অর্থহীন কাজে ব্যয় করাকেই تَبْذِيْر বলা হয় (Al Nawawī 1408H, 200)।

২. ইমাম শাফেয়ী রহ. থেকে বর্ণিত আছে,

اَلتَّبْذِيْرُ إِنْفَاقُ الْمَالِ فِيْ غَيْرِ حَقِّه.

অহেতুক অর্থ ব্যয় করাকে তাবযীর বা অপব্যয় বলা হয় (Al Qurṭubī 2006, 13/64)।

অপচয়ের কারণ

ধর্মীয় ও সামাজিক উভয়বিধ ক্ষেত্রে অপচয়ের অনেক কারণ পাওয়া যায়। যেমন—

(১) ধর্মীয়

ক. ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা : ইসলাম মানুষকে সর্বপ্রকার অপচয় ও অপব্যয় করতে নিষেধ করেছে- এই বিষয়ের প্রতি অজ্ঞতার কারণেও অনেক মানুষ অপচয় করে থাকে। সাধারণত কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তি অপচয়-অপব্যয় করেন না।

মহান আল্লাহ অপচয়-অপব্যয়কে নিষিদ্ধ করে ইরশাদ করেন—

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে, আহার করবে ও পান করবে, কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না (Al-Qurān, 7: 31)।

খ. ধর্মীয় অনুশাসন অমান্য করা : সমাজে অনেক ব্যক্তি এমনও আছে, যারা খুব ভালোভাবে অবগত আছে যে, অপচয়-অপব্যয় নিষিদ্ধ। তথাপি ব্যক্তিগত জীবনে তারা এ মন্দ স্বভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। আবার তাদের অনেকেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য বিবৃতিও প্রদান করে থাকেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে তারা তা কার্যে পরিণত করেন না। এটি খুবই নিন্দনীয় বিষয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এসেছে—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? (Al-Qurān, 61:2)

স্বীয় অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ বাস্তব জীবনে না ঘটালে তার জন্য কিয়ামত দিবসে জবাবদিহি করতে হবে। যেমন হাদীসে এসেছে—

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগ পর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তাআলার নিকট হতে সরতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে; তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা শেষ করেছে, তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে তা উপার্জন করেছে এবং তা কি কি খাতে খরচ করেছে এবং সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে অনুযায়ী কি কি আমল করেছে (Al-Tirmidhī ND, 2416)।

সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে, অপচয়সহ অন্য সকল অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড পরিত্যাগের ক্ষেত্রে তাদের ইসলামী জ্ঞানের স্বল্পতা দায়ী নয়; বরং ধর্মীয় অনুসাশন মান্য না করার মানসিকতাই এর জন্য দায়ী।

(২) সামাজিক

ক. পারিবারিক শিক্ষার প্রভাব : বাল্যকালের পারিবারিক শিক্ষা মানুষের জীবনে বিরাট ভূমিকা রাখে। পিতা-মাতা যদি অপচয়কারী হয়, তাহলে সন্তানও তাদের কাছ থেকে অপচয়ের শিক্ষা গ্রহণ করে। তাই অভিভাবকদের সচেতন হওয়া উচিত।

পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। পারিবারিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর দোজখ হতে (Al-Qurān, 66: 6)।

পারিবারিক শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। পরে তার পিতামাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানিয়ে থাকে (Al Bukhārī 1422H, 1385)।

খ. সঙ্গদোষ : সঙ্গদোষেও অনেক সময় মানুষ অপচয়-অপব্যয়ের মতো মন্দ স্বভাবে জড়িয়ে পড়ে। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ তার বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথির চরিত্রই গ্রহণ করে থাকে। তাই কোনো ব্যক্তির সঙ্গী অপচয়কারী হলে সে-ও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। সঙ্গী-সাথির প্রভাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

'ব্যক্তি তার সঙ্গীর আচরণ গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং তোমাদের কেউ সঙ্গী নির্বাচন করতে চাইলে সে যেন ভেবে দেখে যে, কার সঙ্গে সে বন্ধুত্ব করছে' (Abū Dāūd 1999, 4833)।

গ. পরিচিতি ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা : অপচয়ের অন্যতম কারণ হলো, সমাজে নিজের খ্যাতি ও নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা করা। মানুষ অন্যের সামনে নিজের বড়ত্ব

প্রকাশের জন্য অনেক সময় তার সম্পদের অপচয়-অপব্যয় করে থাকে। ফলে সে নিজের অজান্তেই হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের লোকজন পার্থিব জীবনের যশ খ্যাতিকেই সর্বোচ্চ প্রাপ্তি বলে মনে করে। এ ধরনের মানসিকতার অধিকারী লোকজন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে—

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ - أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

যে কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়ায় আমি তাদের কর্মের পূর্ণফল দান করি এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া যাবে না। তাদের জন্য আখিরাতে দোযখ ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে আখিরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক (Al-Qurān, 11: 15-16)।

এ প্রসঙ্গে অপর এক আয়াতে আছে—

﴿وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾

'যারা মানুষকে দেখাবার জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করেনা আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন না। আর শয়তান কারো সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কত মন্দ'! (Al-Qurān, 4:38)

পার্থিব যশ-খ্যাতির অশুভ পরিণাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ.

দুটি ক্ষুধার্ত বাঘকে ছাগলের পালে ছেড়ে দেয়া হলে পরে তা যতটুকু না ক্ষতিসাধন করে, কারো সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চেয়ে বেশি ক্ষতিসাধন করে তার ধর্মের। (Al Tirmidhī ND, 2376)

ঘ. বাস্তবতা সম্পর্কে উদাসীনতা : অধিকাংশ মানুষের প্রবণতা এমন যে, অর্থ-সম্পদ হাতে আসামাত্র তাঁরা বেহিসাবি খরচ করে থাকে। একটিবারও ভেবে দেখে না যে, দুনিয়ার জীবন সব সময় এক রকম যায় না। আজকে হাতে অর্থ আছে, কালকে না-ও থাকতে পারে। যারা এ সম্পর্কে সজাগ তারা অপচয়ে জড়ায় না। তাই অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেককে মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। আগামী দিনের সঞ্চয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহ করে অবশিষ্ট অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করতে হবে, যা বিপদের সময় কাজে আসবে (Kamal & husain 2015, 11)।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ { قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

'ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়ে বলেন, "পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটির পূর্বে গনীমত জেনে মূল্যায়ন করো; বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, দারিদ্র্যের পূর্বে তোমার ধনবত্তাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে এবং মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে' (Al-Baihaqī 2000, 10248)।

অপচয়ের ক্ষতিকর দিকসমূহ

অপচয়ের অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে, যেগুলো ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশের ভারসাম্যকে বিনষ্ট করে থাকে। ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় দিক থেকে এর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। নিম্নে অপচয়ের ধর্মীয় ও পার্থিব কিছু ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হলো—

(১) ধর্মীয়

ক. হারাম উপার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী : অপচয়ের পরিণামে একসময় নিশ্চিতরূপে ব্যক্তিকে অর্থসংকটে পড়তে হয়। তখন সংসারের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই বাধ্য হয়ে তাকে হারাম উপার্জনের দিকে ধাবিত হতে হয় (Hossain 2020, 10)। অথচ মহান আল্লাহ তাআলা হারাম উপার্জন ভক্ষণ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে—

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকগণের নিকট পেশ করো না। (Al-Qurān, 2:188)

হাদীস শরীফে এ প্রসঙ্গে হুঁশিয়ারি উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به

'যে দেহ হারাম উপার্জনের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান' (Al Tirmidhī ND, 614)।

খ. পাপের পথ প্রসারিতকারী : অপচয়ের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। যেমন মদ, জুয়া, লটারি, নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ, এগুলোর ব্যবসা ইত্যাদি। এসবের মাধ্যমে সময় ও অর্থের অপচয়ের পাশাপাশি পাপের চর্চাও অবারিত হয়।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এসেছে—

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহ-প্রদর্শিত পথের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (Al Qurān, 31: 6)

অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, অপচয়ের হাত ধরেই সমাজে অনেক বিদ'আত কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং অপচয়কারীরা সমাজে নানা রকমের বিদ'আত সৃষ্টি করে, যার দরুন তারা পাপ কাজের দায়ভার বহন করেই চলে। হাদীসে এসেছে—

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

যে ব্যক্তি কোনো উত্তম পন্থার প্রচলন করল এবং লোকে তদানুযায়ী কাজ করল, তার জন্য তার নিজের পুরস্কার রয়েছে, উপরন্তু যারা তদানুযায়ী কাজ করেছে তাদের সমপরিমাণ পুরস্কারও সে পাবে, এতে তাদের পুরস্কার মোটেও হ্রাস পাবে না। আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ প্রথার প্রচলন করলো এবং লোকেরা তদানুযায়ী কাজ করলো, তার জন্য তার নিজের পাপ তো আছেই, উপরন্তু যারা তদনুযায়ী কাজ করেছে, তাদের সমপরিমাণ পাপও সে পাবে, এতে তাদের পাপ থেকে মোটেও হ্রাস পাবে না (Ibn Mājah ND, 203)।

(২) পার্থিব

ক. সম্পদের বিনষ্ট সাধনকারী : অপব্যয় ও অপচয়ের মাধ্যমে সম্পদ লাগামহীনভাবে বিনষ্ট হয়। আল্লাহ তাআলা সম্পদ বিনষ্ট করাকে অপছন্দ করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

আল্লাহ তাআলা তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন : (১) অনর্থক কথাবার্তা বলা (২) সম্পদ নষ্ট করা এবং (৩) অত্যধিক প্রশ্ন করা। (Al Bukhārī 1422H, 1477)

খ. দরিদ্রতার প্রতি হাতছানি : অপচয়-অপব্যয় করার কারণে সম্পদের বরকত দূরীভূত হয়ে যায়। ফলে সম্পদ দ্রুতই নিঃশেষ হয়ে যায়। এতে অপচয়কারী ঋণ করতে বাধ্য হয়। অবশেষে সে সীমাহীন অভাব-অনটন ও দরিদ্রতার কবলে পতিত হয়।

গ. পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী : অপচয়-অপব্যয়ের দরুন সৃষ্ট বর্জ্য দ্রব্যাদি পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। এর দরুন পরিবেশে দূষণ ঘটে থাকে। বিশেষ করে প্লাস্টিক দ্রব্য, ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী ইত্যাদি পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

অপচয়ের প্রতিকারে ইসলামের দৃষ্টিতে করণীয় ও বর্জনীয়

অপচয়সহ সকল প্রকার নীতিহীন বিষয়ের ক্ষেত্রে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, বিবেক দিয়ে বিচার করলে কিংবা বিবেককে জাগ্রত রাখলে সংশ্লিষ্ট নীতিহীন বিষয় থেকে দূরে থাকা

খুবই সহজ। ব্যক্তির সুস্থ বিবেকবোধই এ ক্ষেত্রে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। তাই অপচয়-অপব্যয়ের মতো ধ্বংসাত্মক মন্দ স্বভাব থেকে দূরে থাকার জন্য নিম্নে কতিপয় করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় উপস্থাপন করা হলো—

(১) করণীয়

ক. সকল কাজে মধপন্থা অবলম্বন : মধ্যপন্থা অবলম্বনের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– সকল ক্ষেত্রে অপচয় ও কৃপণতার মাঝামাঝি অবস্থায় জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া। ইসলাম মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা ঈমানদার বান্দাদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেন—

﴿وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾

এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায় (Al-Qurān, 25: 67)।

হাদীস শরীফেও রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন—

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبَسُوْا غَيْرَ مَخِيْلَةٍ وَلاَ سَرَفٍ

তোমরা খাও, পান করো, দান-সদকা করো এবং পরিধান করো। তবে অহংকার ও অপচয় করো না (Ibn Ḥanbal 1999, 6695)।

অহংকার ও অপচয় বর্জন করে স্বাভাবিক জীবনযাপনই মধ্যমপন্থার জীবন। কাজেই অপচয় রোধে মধ্যমপন্থার জীবন বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

খ. দুনিয়া বিমুখতা অর্জন : মানবজীবনের যাবতীয় গুণের মধ্যে এটি অন্যতম প্রশংসনীয় গুণ। প্রায় সব যুগেই এ গুণের মানুষের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। নবী-রাসূলগণ এ গুণের অধিকারী ছিলেন। এ গুণের অধিকারী হতে হলে অবশ্যই নিজের চাহিদাকে সংবরণ করতে হয় এবং অল্পে তুষ্ট থাকতে হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটি অনেক কল্যাণকর। সাহাবায়ে কেরাম এ গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তাঁদের প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوْا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়, তারাই সফলকাম। (Al-Qurān, 59: 9)

গ. ধৈর্য ও পরিশ্রমের মানসিকতা গঠন : অপচয় নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, অধৈর্যশীল ও অলস ব্যক্তিরাই অপচয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত সব সময় এগিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ধৈর্যশীল ও পরিশ্রমী ব্যক্তিরা সাধারণত মিতব্যয়ী হয়ে থাকে এবং অল্পতেই তারা পরিতুষ্ট থাকে। তাই তাদের পক্ষ থেকে অপচয়ের আশঙ্কা তেমন একটা থাকে না।

সুতরাং মানসিকভাবে অল্পে তুষ্ট থাকা, কারো নিকটে হাত না পাতা এবং অভাব-অনটনের সময় দৃঢ়মনোবলে ধৈর্যধারণ করা উচিত। আর শারীরিকভাবে কর্তব্য হলো, হালাল পথে শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوْه

তোমাদের কেউ রশি নিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে বহন করে বাজারে যাবে এবং তা বিক্রয় করে জীবিকা উপার্জন করবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন— এটা মানুষের কাছে তার হাত পাতার চেয়ে উত্তম কাজ। কারণ মানুষ তাকে কিছু দিতেও পারে, আবার নাও দিতে পারে (Al Bukharī 1422H, 1471)।

ঘ. দান-সদকা করা: অপচয় রোধের ক্ষেত্রে এ অভ্যাসটি বেশ কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে, তদুপরি তা বিরাট সাওয়াবের কাজও বটে। পাশাপাশি ব্যক্তির আভিজাত্য ও মর্যাদা প্রকাশ পায় এতে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

'নিচের হাতের চেয়ে ওপরের হাত উত্তম। ওপরের হাত হলো দানকারী, আর নিচের হাত হলো প্রার্থনাকারী ' (Al Bukhārī 1422H, 1429)।

দান-সদকার অভ্যাস গড়ে তোলার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, দাতা ব্যক্তিরা কখনো অপচয়কারী হয় না। কারণ অপচয় না করে সেই অর্থ তারা দান-খয়রাতের কাজে ব্যবহার করে। এর ফলে দ্বিবিধ লাভ হয়। একদিকে যেমন অপচয় বন্ধ হয়, অন্যদিকে তেমন দরিদ্রতা হ্রাস পায়।

(২) বর্জনীয়

ক. অহংকারী ও প্রদর্শন ভাব বর্জন : আমাদের সমাজের অনেকেই অহংকার ও প্রদর্শন ভাব তথা লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যেও অপচয় করে থাকে। পরে বিভিন্নজনের কাছে বলে বেড়ায় যে, আমি অমুক অমুককে এত এত সম্পদ দান করেছি। কিংবা দানগ্রহীতাকেও তার অনুগ্রহের কথা বিভিন্ন সময়ে স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিজের আত্মঅহমিকা প্রকাশ করে থাকে। এতে দানগ্রহীতা মনে কষ্ট পায়। তদুপরি এটি একপ্রকারের খোঁটাদানও বটে। এসব বিষয়ের নিন্দাজ্ঞাপনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوْا وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ﴾

হে মু'মিনগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না, যে নিজের ধনসম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর— যার উপর কিছু মাটি থাকে; অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না' (Al-Qurān, 2:264)।

গর্ব-অহংকার কেবলই আল্লাহ তাআলার জন্য শোভনীয়। কারণ তিনিই একমাত্র স্বয়ংপূর্ণ সত্তা। হাদীসে কুদসীতে গর্ব-অহংকারী ভাব প্রদর্শনের ব্যাপারে চরম হুঁশিয়ারি এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

قَالَ اللهُ تَعَالٰى : اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ فَمَنْ نَازَعَنِيْ رِدَائِيْ قَصَمْتُه

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, অহংকার আমার আচ্ছাদন। যে আমার আচ্ছাদন নিয়ে টানাটানি করবে (অর্থাৎ অহংকার করবে), তাকে আমি নিশ্চিহ্ন করে দেব (Abū Dā ūd 1999, 4090)।

যে অহংকারের বশবর্তী হয়ে মানুষ অপচয়ে জড়িয়ে পড়ে তাতে একাধিক ক্ষতি বিদ্যমান। একদিকে যেমন অপচয়ের কারণে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতে দুর্ভোগ পোহাতে হয়, অপর দিকে অহংকারের কারণে মহান প্রভুর রোষানলে পড়তে হয়। কাজেই এ উভয় নিন্দনীয় গুণ সর্বৈব পরিত্যাজ্য। তদুপরি অহংকার পরিত্যাগ করতে পারলে অপচয় থেকে বেঁচে থাকাও সহজ হবে।

খ. আয়েশি ও বিলাসী জীবনযাপন পরিত্যাগ: ইসলাম ধর্মে বিলাসিতা নিন্দনীয়। তবে পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য চর্চা অনুমোদিত ও প্রশংসনীয়। ইসলামের সৌন্দর্য চর্চার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾

বল, 'আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভাময় বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে?'। (Al-Qurān, 7: 32)

সৌন্দর্য চর্চা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা (Muslim ND, 147)।

অপর দিকে বিলাসিতাকে ইসলাম মোটেও সমর্থন করে না। বিলাসিতার ফলে অলসতা জেঁকে বসে। আর বিলাসিতা ও অলসতা মানুষকে পাপাচারের পথে

ঠেলে দেয়। এর পরিণামে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوْا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيْرًا﴾

আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকর্ম করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎকর্ম করে; অতঃপর তার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সংগত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি' (Al-Qurān, 17:16)।

আমরা প্রায়ই লক্ষ করে থাকি যে, বিভিন্ন দেশের প্রশাসন তাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য মাঝে মাঝেই বিলাস দ্রব্য আমদানি অনুৎসাহিত করে থাকে এবং প্রয়োজনে তা বন্ধও করে দেয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বিলাসিতা অর্থনৈতিক সংকটের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব রাখে।

গ. প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্যাদি ক্রয় বর্জন ও ব্যয় সংকোচন : আমরা অনেকেই মনোহর বা চিত্তাকর্ষক কিছু দেখলেই তা কেনার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকি। এমনকি সংশ্লিষ্ট প্রকারের এক বা একাধিক দ্রব্য থাকলেও স্রেফ মনের চাহিদা বা দৃষ্টি নন্দনতার বশবর্তী হয়ে তা কিনে থাকি। এটি সরাসরি অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ধরনের মানসিকতা ত্যাগ করতে পারলে উল্লেখযোগ্য হারে অপচয় কমে যাবে। এর মাধ্যমে একদিকে মানুষের জীবন যেমন স্বচ্ছন্দ্যময় হয়ে ওঠে, অন্যদিকে তেমন ব্যক্তিজীবন থেকে নিয়ে সকল স্তরের অর্থনৈতিক কাঠামোও স্থিতিশীলতা লাভ করে।

অপ্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় সম্পর্কে অনুৎসাহিত করে রাসূল ﷺ এর নিম্নোক্ত হাদীস খুবই প্রণিধানযোগ্য—

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِإِمْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ

একটি বিছানা স্বামীর জন্য, আরেকটি স্ত্রীর জন্য, তৃতীয়টি মেহমানের জন্য আর চতুর্থটি শয়তানের জন্য (Muslim ND, 2084)।

আলোচ্য হাদীসের দ্বারা এর উদ্দেশ্য হলো, ব্যয় সংকোচন করা এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র না কেনা। যেন পরে জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্যের দ্বারস্থ হতে না হয়। নিজের সম্পদ দ্বারাই যেন নিজের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয়।

এছাড়া পরকালে হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে চিন্তা করা, রাসূলুল্লাহ স. এবং সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনের জীবন যাপনের পদ্ধতি অনুসরণ, অপচয়কারীদের সাহচর্য পরিহার করা এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখা ইত্যাদি বিষয়ও অপব্যয়-অপচয় থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে।

বর্তমানে আমাদের সমাজের যেদিকে আমরা তাকাই, সেদিকেই অপচয়ের ব্যাপকতা দেখতে পাই। অপচয়ের বদঅভ্যাস আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। অথচ ইসলামে অপচয় সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তি কখনো তার অর্থ-

সম্পদের সামান্য অংশও অপচয় অপব্যয় করতে পারে না। অপচয় বন্ধ করতে হলে সর্বপ্রথম এর সূচনা করতে হবে নিজের থেকে, পরিবার থেকে।

অপচয়ের ইহ-পারলৌকিক ধ্বংসাত্মক ক্ষতির কথা বিবেচনা করে প্রত্যেককে সদা সতর্ক থাকতে হবে এবং নিজের পরিবার-পরিজনসহ সকলের নিকট এর ভয়াবহতা ও কুফল উল্লেখপূর্বক সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্র থেকে এ মারাত্মক পাপ কার্য বিদূরিত করতে সচেষ্ট থাকতে হবে।

প্রচলিত আইনে অপচয়ের বিধান

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন অপচয় নিন্দার্হ ও পরিত্যাজ্য, তেমন জাতীয় জীবনেও রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় সম্পদ ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় সর্বপ্রকার অপচয়-অপব্যয় সর্বৈব বর্জন করা একান্ত কাম্য।

একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ কর (Tax) নেয়া হয়, যা তাদের আয়ের ওপর নির্ভর করে থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, বিভিন্ন সরকারি উন্নয়নমূলক কাজে বিপুল পরিমাণে অপচয় হয়। এর সব অর্থই যোগান দেয়া হয় জনসাধারণের কণ্ঠে উপার্জিত অর্থ থেকে।

একথা বলা বাহুল্য যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় অসহনীয় মাত্রায় চলে গেছে। সরকারি বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণতা, জবাবদিহিতার অভাব ইত্যাদি কারণে অপচয়ের মাত্রা ক্রমেই বেড়েই চলেছে। আর একই সঙ্গে জনদুর্ভোগ ও জনসংকট বেড়ে চলেছে পাল্লা দিয়ে।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগে পৃথকভাবে অপচয় রোধে নানা রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট আইনের অবিদ্যমানতা থাকলেও রাষ্ট্রীয় অর্থ বা সম্পদ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক ইচ্ছাকৃত, অবহেলাজনিত কিংবা অপরাধমূলক কারণে অপচয় হয়ে থাকলে সেই ধরনের অপচয় দুর্নীতি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তা দুর্নীতি বিরোধী আইনের অধীনেই অপরাধ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপচয়-অপব্যয় অপরাধ বলে গণ্যই হয় না। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনে দুর্নীতি একটি অপরাধ, যা শাস্তিযোগ্য। কিন্তু প্রচলিত আইনের যে সংজ্ঞা তাতে অপচয় ও অপব্যয় অপরাধের মধ্যে পড়ে না। সংগত কারণেই অপচয়কারীকে শাস্তির আওতায় আনা সম্ভবপর হয় না। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মকসুদ আরো বলেন, কেউ দুর্নীতি করলে এবং তা প্রমাণিত হলে অথবা তা প্রমাণ করার ইচ্ছা থাকলে তার শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সম্পদের যদি অপচয় হয় এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ ও সম্পদের যদি কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবেও অপব্যয় করে, তাকে শাস্তির জন্য আদালতের কাঠগড়ায় খাড়া করা সম্ভব হয় না। (Maksud 2016, 8)

সাধারণত অনুমান করা হয়, ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার ফলে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ঘটে। ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার মূল কারণ পদ্ধতির ত্রুটি নয়। এর মূল কারণ হলো, ব্যবস্থাপকদের নিষ্ঠার ও যত্নের অভাব। ব্যবস্থাপকেরা নিজের সম্পদের যত যত্ন নেন, সরকারের সম্পত্তির তত খোঁজখবর নেন না। ব্যবস্থাপনার চেয়েও বড় সমস্যা এখানে নৈতিক। বাংলাদেশের সাধারণ অর্থনৈতিক বিধির (General Financial Rules) ১০(১) বিধিতে তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 'Every public officer is expected to exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public moneys as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money.' (সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সব গণকর্মকর্তা এমন সতর্কতা অবলম্বন করবেন, যা প্রতিটি কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের অর্থের বিষয়ে করে থাকেন)। এই নৈতিক দায়িত্ব সব সরকারি কর্মকর্তা পালন করলে অপচয় অনেক কমে যেত। দুর্ভাগ্যবশত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ দায়িত্ব প্রতিপালিত হয় না [১]

কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপচয়ের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক বিধি-ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ আছে। যেমন 'বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৪ নং আইন-এর প্রথম অধ্যায়ের (৩) ধারাতে অপচয় রোধে বলা হয়েছে—

উপধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি, ভূমির ভূপরিস্থ পানির সকল অধিকার উক্ত ভূমির মালিকের থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পানির অপচয় ও অপব্যবহার রোধকল্পে এবং উহার সুরক্ষা ও সংরক্ষণের প্রয়োজনে নির্বাহী কমিটি বৈষম্যহীনভাবে যেকোন ভূমিকা মালিকের প্রতি সুরক্ষা আদেশ ইস্যু করিতে পারিবে[২]।

উক্ত আইন থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার অপচয় হিসেবে অ্যাখ্যা পেয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতীয় সুরক্ষা আইনের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হতে পারে।

জাতীয় জীবনে অপচয় রোধে সুপারিশমালা

বর্তমানে নগর জীবনে আমার প্রাত্যহিক জীবনে যে পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ব্যবহার করি তা আমাদের জাতীয় সম্পদ। এগুলো ব্যবহারে আমাদের সচেতনা তেমন আশাপ্রদ নয়। অনেকের ধারণা-রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারে অপচয়ের প্রাসঙ্গিকতা নেই। এটি নিতান্তই ভুল ধারণা। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা অনেকেই বাসাবাড়িতে অনেকেই কাপড় শুকানোর জন্য গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখি কিংবা একটি ম্যাচের কাঠি বাঁচানোর জন্যও গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখা হয়। কেউ কেউ বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাতি, ফ্যান, এসি ইত্যাদি চালিয়ে রাখে। আবার অনেকে পানি

১. Compilation of the General Financial rulles, Volume 1, First edition, 1983, P 3
২. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩

ব্যবহারের পর পানির কল চালু রাখে। এর ফলে পানির অপচয় হয়। বিভিন্ন সময় যানবাহনে বিনা প্রয়োজনে ইঞ্জিন চালু রাখা হয়। এতে জ্বালানি তেল বা প্রাকৃতিক গ্যাসের অপচয় হয়।

রাস্তাঘাটে অনেক সময় সূর্যের আলো থাকতেই বাতি জ্বালাতে দেখা যায়, আবার দিনের আলো ফোটার অনেক পরে তা বন্ধ করা হয়। এ সবকিছুই অপচয় এবং রাষ্ট্রের সম্পদ অপব্যবহার হিসেবে গণ্য হবে, যা তারাত্মক অপরাপধ। এ সকল অপচয় রোধ করতে না পারলে দেশের সকল নাগরিককে এক সময় এ জাতীয় সম্পদের অভাবে কষ্ট পেতে হবে। বিশেষ করে বর্তমানে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার ঝুঁকিতে জাতীয় সম্পদ ব্যবহারে প্রত্যেককে আরো সচেতন হতে হবে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অপচয়ের কিছু পরিসংখ্যান এবং তা রোধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুপারিশ প্রদত্ত হলো—

অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা ও আতশবাজি পোড়ানো এড়িয়ে চলা : বর্তমানে আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, বিভিন্ন আনন্দ-অনুষ্ঠানে, বিয়ে-শাদিতে অনেকে অহেতুক আলোকসজ্জা করে থাকে এবং আতশবাজি পোড়ায়। বিশেষভাবে ইংরেজি নববর্ষে আলোকসজ্জা, আতশবাজি পোড়ানো, ফানুস উড়ানো ইত্যাদি ব্যাপক আকার ধারণ করে। এগুলো বিধর্মীয়, অনৈতিকতা ও অপসংস্কৃতির অনুসরণ, যা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। হাদীসে এসেছে—

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যে ব্যক্তি কোনো (ভিন্ন) জাতির অনুকরণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে (Abū Dāūd 1999, 4031)।

২০২২ ইং সালে ইংরেজি নববর্ষ উদ্‌যাপনে আতশবাজি ও ফানুস ওড়ানোর সময় রাজধানী ঢাকার অন্তত সাতটি স্থানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় পত্রিকা প্রথম আলোতে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রদানে ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা এরশাদ হোসেন বলেন, 'এখন পর্যন্ত অন্তত সাতটি স্থানে আগুন লাগার খবর পাওয়া গেছে। রাজধানীর তেজগাঁও, যাত্রাবাড়ী, ধানমন্ডি, রায়েরবাগ, মিরপুর ও খিলগাঁওয়ে ঘটনাগুলো ঘটেছে। (Prothom Alo, Jan. 01, 2022)

এছাড়া ঢাকার বাইরে আরো ১৯০ টি স্থান থেকে এ রাতে ফায়ার সার্ভিস ও ৯৯৯-এর কন্ট্রোল রুমে অগ্নিকাণ্ডের খবর আসে। (Jagonews24.com, Jan. 01, 2022)

এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আতশবাজি, ফানুস ওড়ানো সংক্রান্ত নানা দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির খবর প্রায়ই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হতে দেখা যায়। সুতরাং অপচয় রোধে এবং জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে আইন করে অবশ্যই এসব আতশবাজি পোড়ানো, ফানুস ওড়ানো ইত্যাধি বন্ধ করা উচিত।

ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের ঢাকা জেলার উপপরিচালক (ঢাকা) দিলমণি শর্মা বলেন, 'জনগণের স্বার্থে ফানুস ওড়ানো বন্ধ করা উচিত। এবারের অবস্থা দেখে

আমাদের মনে হয়েছে। নববর্ষের উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ফানুস ওড়ানো বন্ধ করা দরকার।' (Ibid)

তদুপরি বিকট শব্দে আতশবাজি পোড়ানোয় পরিবেশ দূষণ, শব্দ দূষণসহ জনস্বাস্থ্যের জন্য তা মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ২০২২ সালে এ আতশবাজির শব্দে ভয় পেয়ে হৃদযন্ত্রে ছিদ্র নিয়ে জন্মানো উমায়ের নামের এক শিশুর করুণ মৃত্যু হয় (Kaler kantho, Jan. 05, 2022)।

সুপারিশ : এখানে যে চিত্র উল্লেখ করা হলো তা সামান্য হলেও ব্যাপক আকারে আরো ভয়াবহ রুপ নিতে পারে যেকোনো মুহূর্তে। কারণ আগুনের সর্বগ্রাসী ক্ষতির কথা সবারই জানা আছে। তা ছাড়া শব্দ দূষণও এর আরেকটি অত্যন্ত ক্ষতিকর দিক। উক্ত রিপোর্টে আমরা এক শিশুর মৃত্যু এতে হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। সুতরাং সর্বপ্রকার আতশবাজি, ফানুস ওড়ানো বন্ধে পরিবার ও সমাজের সকলকে এখনই সচেতন হতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে জনগণের জানমালের রক্ষার্থে আইন প্রয়োগ করে এগুলো বন্ধ করতে হবে।

অতিরিক্ত লাইট, ফ্যান বন্ধ রাখা এবং অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা : আমাদের অনেকেই রাতের বেলা ছাড়াও দিনের বেলাতেও বাসা-বাড়ি, অফিস-আদালত অপ্রয়োজনে বৈদ্যুতিক লাইট জ্বালিয়ে রাখে। কিংবা প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ফ্যান চালু রাখে। এটিও নিঃসন্দেহে অপচয়। অনেকে আবার রাতের বেলায় লাইট জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এতে যেমন একদিকে বিদ্যুতের অপচয় হয়, অন্যদিকে তেমন রাতের নিদ্রাজনিত অসতর্কতাবশত বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যেমন হাদীসে এসেছে—

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ ... فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা খাদ্য ও পানীয় পাত্র ঢেকে রাখো, মশকের মুখ বন্ধ করো, প্রদীপ নিভিয়ে দাও (শয়নকালে) ...কেননা ইঁদুর (কখনো কখনো প্রদীপের সলতে টেনে নিয়ে গিয়ে) মানুষের ঘর জ্বালিয়ে দেয় (Ibn Mājah ND, 3410)।

অপ্রয়োজনীভাবে বাতি-লাইট ইত্যাদি জ্বালিয়ে রাখা বা ফ্যান চালু রাখা শুধু অপচয়ই নয়, বরং অনেক সময় এগুলোর কারণে জান-মালের ক্ষতি হয়ে থাকে। তদুপরি এগুলো চালাতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হয়। এতে বিদ্যুতের অপচয় ঘটে।

আমাদের দেশে বিদ্যুৎ অপচয়ের যে সকল খাত আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলো। সিস্টেম লসের ক্ষেত্রে এগুলোতে বিদ্যুতের ব্যাপক অপচয় হয়ে থাকে।

বর্তমানে গ্রাহকদের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছাতে ছয়টি কোম্পানি কাজ করছে। তন্মধ্যে রাজধানী ঢাকায় আছে দুটি কোম্পানি। ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি

(ডিপিডিসি) ও ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো)। উত্তরবঙ্গের জন্য আছে নেসকো। এটি সিস্টেম লসের শীর্ষে আছে। গত বছর (২০২১) এ কোম্পানির অপচয় ছিল ১০.৪৯ শতাংশ। এরপরই আছে দেশের সবচেয়ে বড় বিতরণ সংস্থা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)। তাদের সিস্টেম লস বা অপচয় ছিল ৯.৬৭ শতাংশ। পিডিবির অপচয় ৮ শতাংশ এবং ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির (ওজোপাডিকো) ৭.৮৮ শতাংশ। অথচ আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী এক্ষেত্রে সিস্টেম লস বা অপচয় সাধারণত ২.৭৫ থেকে সর্বোচ্চ ৩ শতাংশের বেশি হওয়া অযৌক্তিক। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. ম. তামিম বলেন, 'অবৈধ সংযোগ আছে, এখনো চুরি হচ্ছে, এসব বিষয়গুলো দেখা উচিত। কাগজে-কলমে এখন যা সিস্টেম লস আছে, তা উন্নতির ইঙ্গিত করে না। এটি আরো কামানোর সুযোগ আছে।'

তা ছাড়া চুরি ও অবৈধ সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যাপক অপচয় হয়ে থাকে। এ ধরনের সংযোগ গ্রহণকারীরা স্বভাবতই যেমন ব্যবহারে সাশ্রয়ী নয়, তেমন এ বাবদ সরকারি কোষাগারে রাজস্ব আদায় হয় না বললেই চলে।

পরিসংখ্যান বলছে, রাজধানীর ফুটপাতে ও রাস্তায় সাড়ে তিন লাখ দোকানে প্রায় পাঁচ লাখ অবৈধ বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে, বাতি প্রতি গড়ে ২০ টাকা হিসেবে দিনে আদায় হয় ১ কোটি টাকা। সে হিসেবে বছর শেষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬০ কোটিতে। বিদ্যুৎ চুরির এ বিষয়টি স্বীকার করে ডিপিডিসির প্রকৌশলী বিকাশ দেওয়ান বলেন, 'এগুলো বন্ধে আমরা অভিযান চালিয়েছি। কিছু কিছু অসাধু লোক আছে, তারা এসব করছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমরা সজাগ আছি।'

অপরদিকে ফুটপাতে অবৈধ সংযোগ দিয়ে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে তার প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যাটারিচালিত রিকশা, অটো রিক্সা ও থ্রি হুইলার চার্জ করতে অপচয় হচ্ছে। অথচ এ বিদ্যুৎ বাবদ খুব সামান্যই রাজস্ব সরকারের কোষাগারে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলে এখাতে বিদ্যুৎ অপচয়ের মচ্ছব চলছে। বিভিন্ন জেলার তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, শুধুমাত্র রাজশাহী জেলাতেই দেড় শতাধিক ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন আছে। প্রতিটি স্টেশনে দৈনিক ৪০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ খরচ হয়। অন্যদিকে খুলনায় ৮ হাজার ইজিবাইক চার্জ করতে খরচ হয় ৭৬ হাজার ৫শ ইউনিট বিদ্যুৎ। বগুড়া শহরসহ ১২টি উপজেলায় ব্যাটারি চালিত থ্রি হুইলার রয়েছে অন্তত এক লাখ। এসব যানবাহন চার্জ দিতে প্রতিদিন প্রায় ১২শ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ খরচ হয়। একই রকমের অবস্থা বরিশাল, সিলেট, টাঙ্গাইল, পাবনা, সাতক্ষীরা, জামালপুরসহ সারা দেশে। অনুমোদনহীন এসব যানবাহন বন্ধ করা গেলে বিদ্যুৎ অপচয়ের একটি বড় অংশ রোধ করা সম্ভব (Somoyer Somikoron, Jul. 23, 2022)।

সুপারিশ : সামগ্রিক পর্যালোচনার আলোকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে অপচয় রোধে আমাদের সুপারিশ হলো—

* প্রয়োজনের অতিরিক্ত লাইট, ফ্যানসহ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বন্ধ রাখতে হবে।
* বিদ্যুতের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে।
* বিদ্যুৎচালিত রিক্শা, অটো রিক্শা, থ্রি-হুইলার বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া : জলবায়ু প্রভাবে এবং নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় আমাদের দেশে পানির পর্যাপ্ততা ও সহজলভ্যতা লক্ষণীয়। তাই আমরা প্রায় সময়ই পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হই না, বরং অপচয় করে থাকি। কিন্তু এ কথা আমরা ভালোভাবেই জানি যে, অপচয়ের পরিণতি হয় সংকট ও অভাব। বর্তমানে আমাদের নগরাঞ্চলে বিশেষত ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ বড় বড় নগরীতে সুপেয় ও ব্যবহারযোগ্য পানির সংকট রয়েছে। খরা মৌসুমে তা তীব্র আকার ধারণ করে। পাশাপাশি গ্রামীণ জনপদেও ক্রমেই সুপেয় পানি এবং সেচের পানির সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। সুতরাং পানির অপচয় রোধে সকলকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে।

আমাদের দেশে দৈনন্দিন জীবনে পানি ব্যবহারে আমরা কী পরিমাণ অপচয় করে থাকি তার সার্বিক পরিসংখ্যান বলা সম্ভব নয়। তবে সামগ্রিকভাবে রাজধানী ঢাকা শহরের পানি অপচয়ের পরিসংখ্যান সত্যিই দুঃখজনক। ঢাকায় বর্তমানে পানির চাহিদা দৈনিক ২৫০-২৫৫ কোটি লিটার। গত কয়েক বছরে ক্রমেই এ চাহিদা বেড়েই চলেছে। নিচের সারণি থেকে আমরা এ সম্পর্কে একটা ধারণা পাব—

ঢাকায় পানির চাহিদা

(কোটি লিটার)

সাল	দৈনিক চাহিদা
২০২০	২৫২
২০১৯	২৫০
২০১৮	২৫০
২০১৭	২৪৫
২০১৬	২৪০

উক্ত চাহিদার পুরোটাই সরবরাহ করে ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা)। তবে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার কারণে ঢাকা ওয়াসার সরবরাহ করা পানির একটা বড় অংশ অপচয় হয়ে যায়। সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকা ওয়াসার সরবরাহ করা পানির ৪০-৪৫ শতাংশ অপচয় হয়ে যায়। এ হিসেবে দৈনিক ঢাকায় ১০০-১২৫ কোটি লিটার পানি অপচয় হয়।

ঢাকা ওয়াসার বার্ষিক প্রতিবেদনেও পানি অপচয়ের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারণে সরবরাহ করা পানির ৪০-৪৫ শতাংশ অপচয় হচ্ছে (Bonik Barta, Nov. 22, 2021)।

পানি আল্লাহ তাআলার এক মহা নেয়ামত। সুপেয় পানির চক্র বৈজ্ঞানিকভাবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে বারবার বিশেষ তাগিদ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এসেছে—

﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ - أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ - لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾

তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? তোমরা কি তা মেঘ হইতে নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করিলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? (Al-Qurān, 56 : 68-70)

সুপারিশ : পানির মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদানের ক্ষেত্রে রাজধানী ঢাকার অপব্যয়ের চিত্র সত্যিই দুঃখজনক ও হতাশার উদ্রেককারী। কারণ সরবরাহের প্রায় অর্ধেকটাই নষ্ট হয় অপচয়ের কারণে। তাই এ সম্পর্কে আমাদের সুপারিশ হলো–

* পানির অপচয় রোধে সকল ক্ষেত্রে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
* পুরাতন ও নষ্ট পানির লাইন যথাযথভাবে মেরামত করতে হবে।
* পানি সরবরাহ, সংরক্ষণ ও বিপণনে যাবতীয় অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা দূর করতে হবে।
* পানির অপচয় রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

গ্যাস ও জ্বালানি ব্যবহারে কৃচ্ছ্র সাধন : আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম প্রয়োজনীয় বস্তু হলো জ্বালানি, তেল, গ্যাস ইত্যাদি। এসবই আল্লাহ তাআলার দেয়া নেয়ামত। এগুলো আমরা খনিজ উৎস থেকে আহরণ করি। রাষ্ট্রীয়ভাবে এসব সম্পদের সংরক্ষণ ও বণ্টন করা হয়ে থাকে। অন্যান্য জাতীয় ও প্রাকৃতিক সম্পদের মতো এসব জাতীয় সম্পদকেও অনেকেই অফুরন্ত মনে করে এসবের ব্যবহার যথেচ্ছাচার ও অপচয়ে মেতে ওঠে। এটি মোটেই কাম্য নয়। কারণ এগুলো খণিজ সম্পদ। এগুলোর মজুদ অসীম নয়। তদুপরি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার অবশ্যই অপচয় হিসেবে গণ্য হবে, যা ইসলামী বিধান, নৈতিকতার বিরোধী এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ তছরূপের নামান্তর।

বাসা-বাড়ি, কলকারখানা ইত্যাদিতে প্রায় প্রতিদিনই কমবেশি গ্যাসের অপচয় হয়ে থাকে। সেগুলোর প্রকৃত হিসাব পাওয়া কঠিন। কিন্তু গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানির ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা ও অদক্ষতা এবং অবৈধ সংযোগ ইত্যাদি কারণে গ্যাসের যে অপচয় হয় তার চিত্র খুবই ভয়াবহ।

ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা ও অদক্ষতার কারণে বছরে ৬৫ কোটি ঘনমিটার গ্যাস অপচয় (সিস্টেম লস) হচ্ছে। তা ছাড়া অবৈধ সংযোগ, অনুমোদনের চেয়ে বেশি ব্যবহার ও

পাইপ লাইনে লিকেজের (ছিদ্র) কারণে গ্যাস অপচয় হচ্ছে নিয়মিত। জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে, চুরি বন্ধ করে হাজার হাজার কোটি টাকার গ্যাস সাশ্রয় করা সম্ভব, অথচ চুরি বন্ধে কার্যকর তেমন উদ্যোগ না নিয়ে ঘাটতি মেটাতে সরকার চড়া দামে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) কিনছে। পেট্রো বাংলার হিসাবে প্রতি ঘনমিটর এলএনজি আমদানি খরচ বর্তমানে ৫০ টাকা, সে অনুযায়ী বছরে অপচয় হওয়া ৬৫ কোটি ঘনমিটার গ্যাসের দাম ৩ হাজার ২৭৪ কোটি টাকা।

দেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস বিতরণ কোম্পানি তিতাস রাজধানী ঢাকা ও আশেপাশের এলাকায় গ্যাস সরবরাহ করে। গত অর্থবছরে তিতাসের গ্যাস অপচয় হয়েছে ৩২ কোটি ৬০ লাখ ঘনমিটার। আগের বছর এর পরিমাণ ছিল ৬১ কোটি ঘনমিটার। আর কুমিল্লা এলাকায় গ্যাস বিতরণ কোম্পানি বাখরাবাদ গত বছর গ্যাস অপচয় করেছে ২ শতাংশের বেশি (১৮ কোটি ২৫ লাখ ঘনমিটার), যা আগের বছরের তুলনায় ১ শতাংশ বেশি। এভাবে সিলেটের জালালাবাদ এবং চট্টগ্রামের কর্ণফুলী বিতরণ সংস্থাতে একই রকমের চিত্র পরিলক্ষিত হয় (Prothom Alo, Mar. 05, 2022)।

জ্বালানির উপকরণ বিশেষত গাছ এবং তা থেকে প্রাপ্ত কাঠ মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও দান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ- أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ - نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ﴾.

তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর তাহা লক্ষ্য করে দেখেছ কি? তোমরাই কি তার বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনী বস্তু (Al-Qurān, 56 : 71-73)।

উল্লেখ্য যে, জ্বালানি হিসেবে আমরা যে কয়লা ব্যবহার করি, তা প্রকৃতপক্ষে গাছেরই জীবাশ্ম বটে। প্রাচীনকালের গাছপালা দীর্ঘদিন মাটির তলায় চাপা পড়ে ধীরে ধীরে কয়লায় পরিণত হয়। পরে তা খনিজ সম্পদে রূপ নেয়।

জ্বালানির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কোনো দেশের ২৫% ভূমিতে বনজঙ্গল থাকা প্রয়োজন। সেই তুলনায় বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে বনভূমি নেই। গতবছর জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (এফএও) বনবিষয়ক এক প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশের মোট ভূখণ্ডের সাড়ে ১৩ শতাংশ বনভূমি (Jaijaidin, Nov. 07, 2021)।

এই অপ্রতুল বনভূমিও নানা কারণে হুমকির মুখে। বিশেষ করে ইটভাটার জ্বালানিতে অবাধে গাছপালার ব্যবহার একে ক্রমেই হুমকির মুখে ফেলছে।

ইসলামী নির্দেশনা মেনে চলে এবং জাতীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে সকলকে এসব জাতীয় সম্পদ ব্যবহারে সচেতন হওয়া কর্তব্য।

সুপারিশ : গ্যাস ও জ্বালানির মতো অতি প্রয়োজনীয় উপাদানের উক্ত অপচয়ের চিত্র দেখে আমরা অপচয় রোধে কিছু সুপারিশ উল্লেখ করছি—

* গ্যাস উত্তোলনে সকল প্রকার অযৌক্তিক অপচয় (সিস্টেম লস) বন্ধ করতে হবে।
* গ্যাসের অবৈধ সংযোগ ও চুরি বন্ধ করতে হবে।
* সকল গ্যাস লাইনের লিকেজ (ছিদ্র) বন্ধ করতে হবে।
* জ্বালানি হিসেবে বৃক্ষ ব্যবহার না করে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করতে হবে।
* নবায়নযোগ্য জ্বালানি যেমন সৌরবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
* জ্বালানি সাশ্রয়ে ব্যক্তিগত গাড়ির (Private car) এর পরিবর্তে গণপরিবহন ব্যবহার করতে হবে।

এয়ার কন্ডিশনারের পরিবর্তে ফ্যান ব্যবহার : একে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সরাসরি অপচয় বলে আখ্যা না দেয়া গেলেও এর মাত্রারিক্তি ব্যবহার ও এক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার অবশ্যই অপচয় বলে স্বীকৃত। তাই এসি ব্যবহার সীমিত রেখে ফ্যান ব্যবহার করতে হবে। তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, একটি ১টন এসি চলতে প্রায় ১২০০ ($\pm$) ওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে একটি ফ্যান চলাতে মাত্র ৭৫-১০০ ওয়াট বিদ্যুৎ লাগে। বর্তমানে বিদ্যুৎ সংকটকালেও সরকারের বিভিন্ন ভবনে হাজার টনের এসিও চলতে দেখা যায়। রাজস্ব ভবন, পানি ভবন ও অর্থ ভবনেই ব্যবহার হচ্ছে ৬ হাজার টনের বেশি এসি, যা দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের যোগান দেয়া যেত অন্তত ৬ হাজার পরিবারে।

স্টামফোর্ড বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (ক্যাপস) ২০১৯ সালের এক গবেষণা বলছে, শুধু রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় ১১৬৮ টি ভবনে চলছে ১ লাখ ১১ হাজারের বেশি এসি, যা টনের হিসেবে ১ লাখ ১১ হাজার টনেরও বেশি।

বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্য বলছে, দেশজুড়ে কৃষি উৎপাদনের জন্য বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে ২ হাজার মেগাওয়াট, অন্যদিকে নগরাঞ্চলে শুধু এসির জন্য বিদ্যুতের চাহিদা থাকে ৩৫০০ মেগাওয়াটের বিশ। পরিবেশ ও জলবায়ুবিদরা বলেছেন, বাংলাদেশের মতো মৌসুমি আবহাওয়ার দেশে এসির এত ব্যবহার অপব্যয়ই বটে (Protidiner Sangbad, Jul. 28, 2022)।

অপচয় রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি : শুধু অপচয় নয়, বরং সকল প্রকার বর্জনীয় কাজ বা মন্দ স্বভাব দূর করার ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি ব্যাপক প্রভাব ফেলে থাকে। আমরা অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে কিংবা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে কখনো কখনো ছোটখাটো পর্যায়ে অপচয়মূলক কাজ করে থাকি— ভাবি, এ সামান্য অপচয়ে আর কীই বা প্রভাব পড়বে! কিন্তু একটি কথা মনে রাখা দরকার এ ধরনের মানসিকতা নিয়ে আমার মতো আরো দশজন বা একশজন যদি এমন কাজ করে বসে, তবে তার

কুফল কত বড় হবে! আমরা জানি "বিন্দু বিন্দুতে হয় সিন্ধু"। কাজেই ছোট ছোট অপচয় একসময় অতি প্রকট আকার ধারণ করবে নিশ্চয়।

তাছাড়া একদিন-দু'দিন করে ছোটখাট অপচয় করতে করতে তা বদ-অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর পরিণতি মারাত্মক। এর ফলে ইহকাল-পরকাল উভয়ই ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

আমাদের দেশের সম্পদ অপচয় রোধে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। যার যার অবস্থান থেকে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবেই আমাদের জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ সম্ভব হবে।

উপসংহার

অপচয়-অপব্যয় মানবজীবনে কেবল এক জঘন্য রকমের নিন্দনীয় স্বভাবই নয়, বরং শয়তানের বড় ধরনের এক ধোঁকাও বটে। আত্মপ্রবঞ্চনা এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে আমাদের সব সময় দূরে থাকতে হবে। অনেক সময় আমরা মনের অজান্তেই অপ্রয়োজনীয় খরচাদিতে বা অপচয়ে জড়িয়ে পড়ি। এর পরিণামে যেমন ব্যক্তিগত জীবনে অশান্তি নেমে আসে, তেমন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও দৈন্য-দুর্দশা দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে এর দরুন পরিবেশেও বিরূপ প্রভাব পড়ে। সর্বোপরি মহান আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার দরুন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে তাঁর রোষানলে পড়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। কাজেই অপচয়-অপব্যয় সর্বৈব পরিত্যাজ্য।

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা অতীব ভারসাম্যপূর্ণ ও সুস্থধারার দর্শনভিত্তিক জীবন ঘনিষ্ঠ আদর্শ জীবন-বিধান। একদিকে যেমন এতে সৌন্দর্য চর্চা ও বিনোদনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। অপর দিকে তেমন লাগামহীনভাবে অপচয় কিংবা মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় সংকোচনের নীতিকে নাকচ করা হয়েছে। সংগত কারণেই সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন যাপনেই প্রকৃতপক্ষে শান্তি ও স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হয়। তাই অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় অর্থনৈতিক জীবনে কাঙ্ক্ষিত সুখ অর্জন করতে হলে মিতব্যয়ের চর্চা ও অপচয় পরিহারের কোন বিকল্প নেই।

Bibliography

Al-Qurān Al Karīm

Abū Dāūd, Sulaimān ibn Al Ash'ath Al Sijistānī, 1999. *Sunan Abī Dāūd.* Riyāḍ: Dār Al Salām.

Al Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad b. Al Ḥusain, 2000. *Shu'ab Al Īmān*. Bairūt: Dār Al Kutub Al 'Ilmiyya

Al Bukhārī, Abū 'Abd Allah Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm, 1422H. *Al Jāmi'i Al Ṣaḥīḥ.* Bairūt: Dār Ṭawq al Najāh.

Al Najdī, ʻAbd Al Raḥmān Muḥammad b. Qāṣim Al ʻAāṣim, 1398H. *Ḥāshiyah Al Rawḍ al Murbiʻi.* N.P

Al Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharf, 1408H. *Taḥrīr Alfāẓ al Tanbīh.* Dimashq : Dār al Qalam

Al Qurṭubī, Abū ʻAbd Allah Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr, 2006. *Al Jāmiʻ lil Aḥkām Al-Qurān* . Bairūt: Muassasa al Risālah

Al Tirmidhī, Abū ʻĪsā Muḥammad Ibn Sawrata Ibn Mūsā, ND. *Al Jāmiʻ Al Ṣaḥīḥ*. Bairūt: Dār Iḥyā Al Turāth Al ʻArabī

Al-Jurjānī, ʻAlī ibn Muḥammad, 1405 H. *Kitāb Al Taʻrīfāt*. Bairūt: Dār Al Kitāb Al ʻArabī

Biswas, Sailendra, 2000. *Samsad Bangla Abhidhan*. Kolkata: Sahitya Samsad

Fazlur Rahman, M. 2012. *Al-Muʻjam Al-Wāfī.* Dhaka: Riyad Prakashani

Hossain, Muhammd Akbar. 2020. 'Islamer Drishtite Opochoy O Opobay'. *Al Tahreek.* 23:11, 9-13.

Ibn Ḥanbal, Aḥmad, 1999. *Musnad Aḥmad.* Edited by: Shuʻaib Al Arnaūṭ. Bairūt: Muassasa al Risāla

Ibn Mājah, Abū ʻAbd Allah Muḥammad Ibn Yazīd, ND. *Sunan Ibn Mājah.* Edited by: Fuād ʻAbd Al Bāqī. Bairūt: Dār Iḥyā Al Kutub Al ʻArabī

- 2003. *Sunan Ibn Mājah.* Bairūt: Dār Al Fikr

Kamal, Mostafa & Husain, Mubarak, 2015. "Islamer Drishtite Opochoy O Opobay: Karon O Protikar" *Islami Ain O Bichar* 11:44, 07-27.

Khan, Akbar Ali, 2016. *Ajob O Jobar-Ajob Arthoniti*. Dhaka: Prothoma Prokashan

Maʻlūf, Luwīs, 1382AH. *Al Munjid* . Bairūt: al Maṭbaʻa Al Kāthūlīkiyya

Muslim, Abū Al Ḥusain Muslim Ibn Al Ḥajjāj. ND. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited by: Fuād ʻAbd Al Bāqī. Bairūt: Dār Iḥyā Al Turāth Al ʻArabī.

News Paper

Maksud, Sayed Abul, 2016. "Opocoy, Opobay O Oporicchonnota" *The daily Prothom Alo*, June 28, 2016.

Tha Daily Kalerkantho, Jan. 05, 2022

The daily Prothom Alo, Jan. 01, 2022

jagonews24.com, Jan. 01, 2022.

The Daily bonik barta, Nov. 22, 2021

The Daily Jaijaidin, Nov. 07, 2021

The Daily Somoyer Somikoron, July 23, 2022

www.protidinersangbad.com, July 28, 2022.

Newsbangla24.com, Nov. 07, 2022